মেহেরপুরে শত্রুতামূলক বাড়ন্ত ভুট্টা গাছ কেটে বিনষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন দিগলকান্দি গুচ্ছ গ্রামের চিনিরদোপ মাঠে শত্রুতামুলক ভুট্টা গাছ কেটে তছরুপাত করেছে দুর্বৃত্তরা।

গত সোমবার ও মঙ্গলবার পরপর দুই রাতে প্রায় এক বিঘা জমির বাড়ন্ত ভুট্টা গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, গুচ্ছ গ্রামের কৃষক শরিফুল ইসলাম ৪০ হাজার টাকায় দুই বিঘা জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করে আসছে। চলতি মৌসুমে ঐ দুই বিঘা জমিতে তিনি ভুট্টার আবাদ করেছেন। ভুট্টা গাছগুলো বর্তমানে বাড়ন্ত অবস্থায় মাঠে দন্ডায়মান আছে। এক দেড় মাসের মধ্যে গাছগুলোতো ফল আসা শুরু করবে।

এরই মাঝে পরপর দুই রাতে শত্রুতামূলক কে বা কারা বিক্ষিপ্ত ভাবে ভুট্টার গাছ কেটে বিনষ্ট করেছে। দরিদ্র পরিবারের তিল তিল করে কষ্টে গড়া ফসলের এমন ক্ষতিতে কান্নায় ভেঙে পড়েন কৃষকের স্ত্রী রিনা খাতুন।

তিনি বলেন, অনেক কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে পরিশ্রমের টাকা দিয়ে তিল তিল করে এই ফসল আবাদ করছি। কিন্তু শত্রুতামূলক কে বা কারা আমার এই ক্ষতি করেছে আমি তাদের বিচার চাই।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক শরিফুল বলেন, এ পর্যন্ত জমিতে আমার প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যে ফসল টা তুলতে পারলে ১ লক্ষ টাকার বেচাকেনা হতো এখন আমার সবই দন্ড।

এবিষয়ে তিনি গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মেহেরপুরে অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার ও বিনষ্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালাচাঁদপুর ভৈরব নদ থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করেছে প্রশাসন।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে ভৈরব নদীর কালাচাঁদপুর অংশে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে প্রায় দুই হাজার মিটার অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেখানে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে উদ্ধারকৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

অভিযান চলাকালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি, সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন এবং সদর থানার এসআই উজ্জ্বল হোসেন প্রমুখ।

প্রশাসন জানায়, অবৈধ জাল দিয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে যাতে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যায়।

গাংনীতে আগাছানাশক দিয়ে ধানের ক্ষেত বিনষ্ট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়ীয়া গ্রামের মাঠে আগাছানাশক ছিটিয়ে ২৭ কাঠা জমির ধান বিনষ্ট করা হয়েছে। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে প্রতিপক্ষের লোকজন আলাল উদ্দীন নামের এক কৃষকের জমিতে

আগাছানাশক স্প্রে করে।

পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন ওই কৃষক।

জানা গেছে, শিমুলতলা গ্রামের আলাল উদ্দীন সহড়াবাড়ীয়া গ্রামের মাঠে নিজ জমিতে ধান আবাদ করেছিলেন। তিন দিন আগে প্রতিপক্ষের লোকজন প্রকাশ্যে ধানের ক্ষেতে আগাছানাশক স্প্রে করে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আগাছানাশকের প্রতিক্রিয়ায় ধান গাছ শুকিয়ে মারা যেতে শুরু করে।

এ ঘটনায় থানায় মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভুক্তভোগী কৃষক।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বনি ইসরাইল জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে ৪০ শতক জমির টমেটো ক্ষেত বিনষ্ট করে দিয়েছে দুবৃর্ত্তরা

ঝিনাইদহ পৌরসভার মুরারীদহ গ্রামে এক কৃষকের ৪০ শতক জমির টমেটো ক্ষেত বিনষ্ট করে দিয়েছে দুবৃর্ত্তরা। গতকাল শনিবার (২৩ নভেম্বর) গভীর রাতে গ্রামের জিকে তলার মাঠে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক একই গ্রামের শাহ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ জানান, গ্রামের মাঠে তিনি ৪০ শতক জমিতে টমোটোর আবাদ করেছিলেন। গাছে ফুল ও ফল ধরতে শুরু করেছে। গতকাল শনিবার সকালে তিনি মাঠে গিয়ে দেখতে পান তার টমেটো ক্ষেত কে বা কারা বিনষ্ট করে দিয়েছে। গাছের জন্য দেওয়া মাচা কেটে দিয়েছে। এতে গাছগুলোও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

ভুক্তভোগী কৃষক শাহ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ বলেন, গ্রামে কারো সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমি কারো এমন ক্ষতি করিনি যে তারা আমার ক্ষতি করবে। তবে আমি কয়েকদিন আগে একটা দুর্ঘটনার শালিসে স্বাক্ষী দিয়েছিলাম। আমি ধারণা করছি গ্রামের ঝন্টু মন্ডল নামের

ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দেওয়ায় তিনি আমার এই ক্ষতি করেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ফসল নষ্টের ব্যাপারে শুনেছি। ভুক্তভোগী অভিযোগ দিলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে ভৈরব নদীতে অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জাল আটক ও বিনষ্ট

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে জাটকা বিরোধী/চিংড়ি পুশ/অবৈধ জাল/অবৈধ বাঁধ অপসারণ বিষয়ক মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা মৎস্য অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার ভৈরব নদীতে পেতে রাখা অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ি জালের অপসারণে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন এর নেতৃত্বে অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাদাত রত্ন।

এসময় নদীতে পেতে রাখা অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জালগুলো অপসারণ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।এ সময় অবৈধ জাল পাতার অপরাধে একজনকে আটক করে ২০০ টাকার জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, অবৈধ চায়না দুয়ারী এবং কারেন্ট জলের কারণে ভৈরব নদীতে মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তারে বিরূপ প্রভাব পড়ছে ওই জালে মাছ বা অন্য কোন প্রাণী প্রবেশ করলেই সে মারা যায় এভাবেই ভৈরব নদীর তে মাছের যে জীববৈচৈত্র বা দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশবিস্তার ব্যাপক হারে কমে আসছে। তাই মৎস্য অফিস এইসব

অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। সেই সাথে মাছের জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে জনগণকেও সচেতন করা হচ্ছে। এই অবৈধ জালের বিরুদ্ধে মৎস্য অফিসের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ভৈরব নদীতে জেলা মৎস্য অফিসের অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন, মুজিবনগর থানার এসআই সজীব এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম। উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী আহসান হাবিব। অফিস সহকারী খালিদ হাসান পলাশ।